০৮-০১-১৮ প্রাত: মুরলী ওম শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমরা যত অন্যকে জ্ঞান শোনাবে, ততই তোমাদের বুদ্ধিতে জ্ঞান পরিশ্রুত হয়ে যাবে, এই কারণে সেবা তোমাদের অবশ্যই করতে হবে"

প্রশ্ন :- বাবার কাছে কোন্ দুই ধরনের বাচ্চারা থাকে, তাদের মধ্যে তফাৎ কি ?

উত্তর :- বাবার কাছে এক থাকে সৎ সন্তান (লগে), আর এক হলো নিজের সন্তান (সগে) । সৎ সন্তান -- এরা মুখে বাবা - মাম্মা বলতে থাকবে কিন্তু সম্পূর্ণ শ্রীমতে চলতে পারবে না । সম্পূর্ণ সমর্পণ করতে পারবে না নিজেদের । আর প্রকৃত সন্তান যারা হবে, তারা তন - মন - ধন সম্পূর্ণ সমর্পণ করবে, নিজেরা ট্রাস্টি হয়ে থাকবে । তারা প্রতি পদে ট্রাস্টি হয়ে চলবে । আর সৎ সন্তান সেবা না করার কারণে চলতে চলতে মুখ থুবড়ে পড়ে । তাদের সংশয় এসে যায় । আর বাবার প্রকৃত সন্তানরা সম্পূর্ণ নিশ্চয়বুদ্ধি হয় ।

গীত :- ছেলেবেলার দিন ভুলে যেও না .....

ওম্ শান্তি । বাবা বাচ্চাদের বুঝিয়ে বলেন । কোন্ বাবা ? বাস্তবে বাবা হলেন দুজন । এক রুহানী (আত্মিক পিতা) আর এক হলো শরীরের (ব্রহ্মা), যাঁকে দাদা বলা হয় । এ তো সকল সেন্টারের বাচ্চারাই জানে যে আমরা বাপদাদার সন্তান । রুহানী বাবা হলেন শিব । তিনি হলেন সমস্ত আত্মাদের পিতা আর ব্রহ্মা বাবা হলেন সমস্ত মনুষ্য সৃষ্টি রূপী ঝাড়ের প্রধান । তোমরা এসে তাঁর সন্তান হয়েছো । তোমাদের মধ্যেও কেউ কেউ প্রকৃত সন্তান কেউ আবার সৎ । দুই ধরনের সন্তানই তো মাম্মা - বাবা বলে থাকে কিন্তু সৎ সন্তানরা বাবার কাছে বলিহারী যায় না । যারা বাবার কাছে নিজেকে সমর্পণ করে না তারা তেমন শক্তি পায় না অর্থাৎ তারা বাবাকে তন - মন - ধনের ট্রাস্টি করতে পারে না । শ্রেষ্ঠ হওয়ার জন্য তাঁর শ্রীমত অনুযায়ী চলতে পারে না । আর প্রকৃত সন্তান যারা তারা বাবার সূক্ষ্ম সাহায্য পেয়ে থাকে । কিন্তু সেও খুবই অল্প । যদিও প্রকৃত সন্তানদের এখনই পাকাপোক্ত বলা হবে না যতক্ষণ না রেজাল্ট বের হচ্ছে । যদিও এখানেই থাকে, সেবাও করে তবুও অনেকসময় পদস্খলন হয় । এ হলো সম্পূর্ণ বুদ্ধিযোগের কথা । বাবাকে ভুলে গেলে চলবে না । বাবা এই ভারতের বাচ্চাদের সাহায্যেই স্বর্গের রচনা করেন । এই গায়নও আছে যে ....শিবশক্তি সেনা । প্রত্যেককেই নিজেদের সঙ্গে কথা বলতে হবে -- বরাবর আমরাই শিববাবার দত্তক সন্তান । বাবার থেকেই আমরা স্বর্গের আশীর্বাদী বর্সা পাচ্ছি । দ্বাপর যুগ থেকে আমরা যে লৌকিক বাবার আশীর্বাদী বর্সা পেয়েছি সে তো নরকের বর্সা । তাতে আমরা দুঃখী হয়েই এসেছি । ভক্তিমার্গে তো সবই অন্ধশ্রদ্ধা । যখন থেকে ভক্তি শুরু হয়েছে, তখন থেকে যত বছর কেটেছে আমরা নীচে নামতেই থেকেছি । ভক্তিও প্রথমে অব্যভিচারী ছিলো । একেরই পুজো করতো মানুষ । তার পরিবর্তে এখন অনেকেরই পুজো করে আসছে । এখন এই সমস্ত কথা ঋষি, মুনি, সাধু, সন্ত ইত্যাদিরা জানে না যে কবে থেকে ভক্তি শুরু হয় । শাস্ত্রেও লেখা আছে ....ব্রহ্মার দিন আর ব্রহ্মার রাত । যদিও ব্রহ্মা - সরস্বতীই লক্ষ্মী - নারায়ণ হন কিন্তু নাম ব্রহ্মার দেওয়া হয়েছে । ব্রহ্মার সাথে তাঁর বাচ্চারাও অনেকেই আছে । লক্ষ্মী - নারায়ণের তো অনেক সন্তান হবে না । তাঁদের প্রজাপিতাও বলা হবে না । এখন নতুন প্রজা তৈরী হচ্ছে । নতুন প্রজা ব্রাহ্মণদেরই তৈরী হয় । ব্রাহ্মণরাই নিজেদের ঈশ্বরীয় সন্তান মনে করে । দেবতারা তা মনে করে না । তাঁদের তো চক্রের জ্ঞানও থাকে না ।

এখন তোমরা জানো যে আমরা শিববাবার সন্তান হয়েছি । তিনিই আমাদের ৮৪ র চক্র বুঝিয়ে বলেছেন । তাঁর সাহায্যেই আমরা আবার এই ভারতকে দৈবী পবিত্র রাজস্থান করে তুলছি । এ খুবই বোঝার কথা । কাউকে বোঝানোর জন্যও সাহসের প্রয়োজন । তোমরাই হলে শিবশক্তি পাণ্ডব সেনা । তোমরা পান্ডাও, সবাইকে তোমরা পথ দেখাও । তোমরা ছাড়া এই রুহানী মিষ্টি ঘরের রাস্তা আর কেউই বলতে পারে না । দুনিয়ার পান্ডারা তো অমরনাথ ইত্যাদি তীর্থে নিয়ে যায় । আর তোমরা বি.কে রা তো সবার থেকে দূরে পরমধামে নিয়ে যাও । লৌকিক যারা গাইড -- তারা ভুল পথে ধাক্কা খাওয়ায় । তোমরা সকলকে বাবার কাছে শান্তিধামে নিয়ে যাও । তাই সর্বদা এইকথা স্মরণে রাখতে হবে -- আমরা এই ভারতকে আবার দৈবী রাজস্থান করে তুলছি । এ তো যে কেউই মানবে । ভারতের ছিলো আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম । সত্যযুগে ভারত বেহদের দৈবী পবিত্র রাজস্থান ছিলো তারপর পবিত্র ক্ষত্রিয় রাজস্থান হয়েছিলো পরবর্তীতে মায়ার প্রবেশের কারণে আসুরী রাজস্থান হয়ে যায় । এখানেও আগে রাজা - রানীই রাজত্ব করতো কিন্তু লাইটের তাজ ছাড়া সেই রাজত্ব চলে আসছে । দৈবী রাজস্থানের পর হয় আসুরী পবিত্র রাজস্থান, এখন তো পতিত প্রজাদের স্থান, পঞ্চায়েতি রাজস্থান । বাস্তবে একে রাজস্থান বলা হবে না কিন্তু নাম দিয়ে দেওয়া হয়েছে । রাজত্ব তো আর নেই । এই নাটকও বানানোই আছে । এই লক্ষ্মী - নারায়ণের চিত্র তোমাদের খুব কাজে আসবে । এর ওপরেই বোঝাতে হবে? , ভারত এমনই ডবল মুকুটধারী ছিলো । এই লক্ষ্মী - নারায়ণেরই রাজত্ব ছিলো, ছোটোবেলায় যাঁরা রাধা - কৃষ্ণ ছিলো, এরপর ত্রেতায় রামরাজ্য ছিলো তারপর দ্বাপর থেকে মায়ার রাজত্ব । এ তো খুবই সহজ । সাধারণভাবে ভারতের হিস্ট্রি - জিওগ্রাফি বোঝানো হয় । দ্বাপরেই পবিত্র রাজা - রানী লক্ষ্মী - নারায়ণের মন্দির তৈরী হয়েছিলো । দেবতারা স্বয়ং বাম মার্গে চলে গিয়েছিলেন । পতিত হতে শুরু করেছিলেন । তখন যে পবিত্র দেবতাদের স্মরণ মানুষের ছিলো, তাঁদের মন্দির বানিয়ে পুজো শুরু শুরু হয় । পতিতরাই পবিত্রদের কাছে মাথা নত করে । যতদিন বৃটিশ গভর্নমেন্টের রাজ্য ছিলো ততদিন রাজা রানীও ছিলো । জমিদারও রাজা রানীর টাইটেল নিয়ে নিত, এতে তাদের দরবারে মান হতো । এখন তো কোনো রাজাই নেই । পরের দিকে এদের নিজেদের মধ্যে লড়াই ঝগড়া যখন হয়েছিলো সেই সময় মুসলমান ইত্যাদি অন্যেরা এসেছিলো । এখন তোমরা বাচ্চারা জানো যে কলিযুগের অন্তিম সময় এসেছে । বিনাশও সামনে উপস্থিত । বাবা আবার রাজযোগ শেখাচ্ছেন । তোমরা তো জানো, কিভাবে স্থাপনা হয়, এরপর এই হিস্ট্রি - জিওগ্রাফি অবলুপ্ত হয়ে যাবে । তারপর ভক্তিতে ওরা নিজেদের গীতা রচনা করবে, সেই গীতায় অনেক তফাৎ এসে যায় । ভক্তির জন্য তাদের দেবী - দেবতা ধর্মের পুস্তক তো অবশ্যই চাই । তাই ড্রামা অনুসারে এই গীতা বানানো হয়েছে । তবে এমন নয় যে ভক্তিমার্গের ওই গীতার সাহায্যে কেউ রাজত্ব স্থাপন করবে বা নর থেকে নারায়ণ হতে পারবে । একদমই নয় ।

বাবা এখন আমাদের বোঝাচ্ছেন, তোমরা হলে গুপ্ত সেনা । বাবাও গুপ্ত । তিনি তোমাদেরও গুপ্ত যোগবলের দ্বারা রাজত্ব প্রাপ্ত করাচ্ছেন । বাহুবলের দ্বারা এই হদের রাজত্ব পাওয়া যায় । আর যোগবলের দ্বারা পাওয়া যায় বেহদের রাজত্ব । বাচ্চারা, তোমাদের মনে এই নিশ্চয়তা আছে যে, আমরা ভারতকে সেই দৈবী রাজস্থান করে তুলছি । যারা পরিশ্রম করে তাদের পরিশ্রম কখনোই লুকানো থাকে না । বিনাশ তো হতেই হবে । গীতাতেও এই কথাই আছে । তোমরা জিজ্ঞেস করো, এই সময়ের পরিশ্রম অনুযায়ী আমরা ভবিষ্যতে কি পদ পাবো ? এখানেও যদি কেউ শরীর ত্যাগ করে তাহলে মনে এই সংকল্প চলে যে, ইনি কি পদ প্রাপ্ত করবেন । এ তো একমাত্র বাবাই জানেন ইনি তন - মন এবং ধন দিয়ে কি প্রকারের সেবা করেছেন । এইকথা বাচ্চারা জানে না, এ একমাত্র

বাপদাদাই জানেন । বলেও দেওয়া হয়, এই প্রকারের সেবা তুমি করেছো । জ্ঞান ধারণ করেছো বা করতে পারো নি কিন্তু সাহায্য তো অনেক করেছো । মানুষ যখন দান করে তখন মনে করে এই সংস্থা খুব ভালো । ভালো কাজ করছে । কিন্তু আমার মধ্যেই পবিত্র থাকার শক্তি নেই । আমি এই যজ্ঞের সাহায্য করি । তখন সেই সেবার রিটার্নও তারা পেয়ে থাকে । যেমন মানুষ কলেজ, হাসপাতাল অন্যদের জন্য বানিয়ে থাকে । তারা এমন বলবে না যে আমি অসুস্থ হলে সেই হাসপাতালে যাবো । তারা যা কিছুই বানায় তা অন্যদের জন্য । এর ফলও তারা পায় । একে দান বলা হয় । এখানে কি হয় । তোমরা আশীর্বাদ দাও তোমাদের লোক আর পরলোক সুন্দর হোক, তাতে তোমরাও সুখী হও । লোক আর পরলোক, সে তো এই সঙ্গম যুগেরই কথা । এখানেই তো তোমাদের এই মৃত্যুলোকের জন্ম আর অমরলোকের জন্ম, দুইই সফল হয় । বরাবর তোমাদের এখন এই জন্মও সফল হচ্ছে, এরপর কেউ শরীরের দ্বারা, কেউ বা মন বা ধনের দ্বারা সেবা করবে । এমন অনেকেই আছে যারা এই জ্ঞান ধারণ করতে পারে না, তারা বলে বাবা, আমাদের মধ্যে সেই শক্তি নেই । কিন্তু সাহায্য তো করতেই পারে । তখন বাবা বলবেন, তোমরা এমন ধনবান হতে পারবে । যে কোনো কথাই তোমরা বাবাকে জিজ্ঞেস করতে পারো । বাবাকে অনুসরণ করতে হলে তাহলে তাঁকেই জিজ্ঞাসা করতে হবে, এই পরিস্থিতিতে আমরা কি করবো ? শ্রীমত দানকারী বাবা তো বসেই আছেন । তাঁকেই জিজ্ঞাসা করতে হবে, কিছুই লুকাবে না । না হলে এই রোগ বৃদ্ধি পাবে । তোমরা যদি প্রতি পদে শ্রীমত অনুযায়ী না চলো তাহলে অনেক বড় ভুল হয়ে যাবে । বাবা থোড়াই তোমাদের থেকে দূরে আছেন । সামনে এসে জিজ্ঞেস করা উচিত । এমন বাপদাদার কাছে তোমাদের প্রতি মুহূর্তে আসা উচিত । বাস্তবে এমন অতি প্রিয় বাবার সঙ্গে তো একসঙ্গে থাকাই উচিত । সাজনের (প্রিয়তম) প্রতি তো আসক্ত হওয়া চাই, ওরা হলো লৌকিক দুনিয়ার প্রিয়তম আর ইনি রুহানী (আত্মিক) । এতে অবশ্য আসক্তির কথা নেই, এখানে সবাইকে বসানো হবে না । এ এমনই জিনিস যে সামনে বসে থাকো তো শুনতেই থাকবে । তাঁর মতেই চলতে থাকবে । কিন্তু বাবা বলছেন, এখানে বসে গেলেই হবে না, তোমরা গঙ্গা নদী হও, সেবা করো । বাচ্চাদের ভালোবাসা এমন হওয়া উচিত - যেন মাতালের মতো । কিন্তু সেবা তো করতেই হবে । নিশ্চয়বুদ্ধি তো একদমই আটকে যায় । বাচ্চারা লেখে, অমুকে খুব সুন্দর নিশ্চয়বুদ্ধির । আমি বলি কিছুই বোঝে নি । যদি নিশ্চয়বুদ্ধির হতো যে স্বর্গের রচয়িতা বাবা এসেছেন তাহলে এক সেকেন্ডও মিলিত না হয়ে থাকতে পারতো না । অনেক বাচ্চা আছে যারা ছটফট করতে থাকে । তখন ঘরে বসেই তাদের ব্রহ্মা আর কৃষ্ণের সাক্ষাৎকার হয় । তারা নিশ্চিত হয় যে, বাবা পরমধাম থেকে আমাদের রাজধানীর উপহার দিতে এসেছেন, তাহলে আমরা এসে বাবার সাথে মিলিত হই । এমনও অনেকেই আসেন, তারপর তাদের বলা হয়, তোমরা জ্ঞান গঙ্গা হও । প্রজা তো অনেকই চাই । রাজধানী তো স্থাপন হচ্ছে । বোঝানোর জন্য এই চিত্র খুবই সুন্দর । তোমরা যে কোনো মানুষকেই বলতে পারো, আমরা আবার রাজধানী স্থাপন করছি । বিনাশও সামনে উপস্থিত । তাই মৃত্যুর পূর্বে বাবার থেকে আশীর্বাদী বর্সা নিতে হবে । সকলেই চায় এক অলমাইটি গভর্নমেন্ট হোক । কিন্তু সবাই তো একত্রিত হবে না, একও হবে না । এক রাজ্য অবশ্যই একসময় ছিলো, যার গায়নও আছে । সত্যযুগের অনেক নাম ছিলো । সেই যুগ আবার নতুন করে স্থাপিত হচ্ছে । এইকথা কেউ চট্ করে বিশ্বাস করবে কেউ আবার করবে না । পাঁচ হাজার বছর পূর্বে লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজ্য ছিলো তারপর অন্যসব রাজাদের রাজ্য হয়ে গেছে । রাজারাও তারপর পতিত হয়ে গেছে । এখন আবার সেই পবিত্র লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজত্ব শুরু হবে । তোমাদের জন্য তো এইকথা বোঝানো খুবই সহজ । আমরা শিববাবার শ্রীমত আর সাহায্যে দৈবী রাজধানী স্থাপন করছি । শিববাবার থেকে আমরা শক্তিও পাই । এই নেশা থাকা উচিত । তোমরা হলে

যোদ্ধা । তোমরা মন্দিরে গিয়েও বোঝাতে পারো যে স্বর্গের স্থাপনা তো রচয়িতার দ্বারাই হবে । তোমরা জানো যে বেহদের বাবা হলেন একজন । তিনি তোমাদের সামনে এসে তোমাদের জ্ঞান শৃঙ্গার করাচ্ছেন । রাজযোগও শেখাচ্ছেন । যারা গীতা শোনায় তারা কখনোই রাজযোগ শেখাতে পারেন না । বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে এখন এই নেশাই ধরানো হচ্ছে । বাবা এসেছেন স্বর্গের স্থাপনা করতে । স্বর্গ হলো পবিত্র রাজস্থান । মানুষ তো লক্ষ্মী – নারায়ণের রাজ্যকেই ভুলে গেছে । এখন বাবা তোমাদের সামনে বসে বোঝাচ্ছেন, তোমরা যে কোনো গীতা পাঠশালা ইত্যাদিতে চলে যাও । সম্পূর্ণ হিস্ট্রি – জিওগ্রাফি বা ৮৪ জন্মের কাহিনী কেউই শোনাতে পারবে না । লক্ষ্মী – নারায়ণের সঙ্গে রাধা – কৃষ্ণের ছবিও যদি থাকে তাহলে বোঝানো সহজ হবে । এই হলো সঠিক চিত্র । লেখাও যেন খুব সুন্দর হয় । তোমাদের বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ চক্রের স্মরণ আছে । এর সাথে যিনি চক্রকে বোঝান, তাঁকেও স্মরণে আছে । বাকি নিরন্তর স্মরণের অভ্যাসেই প্রচুর পরিশ্রম । নিরন্তর স্মরণ যেন এমন পাকা হয় যাতে শেষ সময়ে কোনো আবর্জনা যেন স্মরণে না আসে । বাবাকে কখনোই ভুলবে না । ছোটো বাচ্চারা সারাক্ষণ বাবাকেই স্মরণ করে তারপর তারা যখন বড় হয়ে যায় তখন ধন স্মরণ করতে থাকে । তোমরাও জ্ঞান ধন পাও । খুব ভালোভাবে তা নিজে ধারণ করে দান করা উচিত । তোমাদের লোক হিতৈষী হতে হবে । আমি তোমাদের সামনে এসে রাজযোগ শেখাই । ওই গীতা তো তোমরা জন্ম জন্মান্তর পড়েছো । কিছুই প্রাপ্তি হয় নি । এখানে তো আমি তোমাদের নর থেকে নারায়ণ বানানোর জন্য এই শিক্ষা দিচ্ছি । সে হলো ভক্তিমার্গ । এখানেও কোটির মধ্যে কয়েকজনই আসবে যারা তোমাদের দৈবী ঘরানার হবে । অনেকে ব্রাহ্মণ হতে অবশ্যই আসবে, তারপর হয় রাজা – রানী হবে নয় প্রজা । এরমধ্যেও কেউ কেউ শুনবে ...বলবে তারপর পালিয়েও যাবে । যারা বাচ্চা হয়ে আবার বাবাকে ছেড়ে চলে যায়, তারা অনেক বড় দণ্ড ভোগ করে । কড়া সাজা পায় । এই সময় এমন কেউই বলতে পারবে না যে আমরা নিরন্তর স্মরণ করি । যদি কেউ এমন বলে বা চার্ট লেখে, বাবা ঠিক বুঝতে পেরে যায় । ভারতের সেবাতে তন – মন – ধন লাগাতে হবে । লক্ষ্মী – নারায়ণের চিত্র যেন সবসময় পকেটে থাকে । বাচ্চাদের খুব নেশা থাকা উচিত । সোশ্যাল ওয়ার্কাররা যদি তোমাদের জিজ্ঞেস করে, তোমরা কি সেবা করছো ? বলবে, আমরা তন – মন এবং ধনের সাহায্যে ভারতকে দৈবী রাজস্থান করছি । এমন সেবা আর কেউই করতে পারে না । তোমরা যত সেবা করবে ততই বুদ্ধি পরিচ্ছন্ন হতে থাকবে । এমন অনেক বাচ্চা আছে যারা সঠিক ভাবে বুঝতে পারে না ফলে নাম বদনাম করে ফেলে । কারোর কারোর মধ্যে ক্রোধের ভূত থাকে তাহলে এও তো ধ্বংসমূলক কাজই হলো । তাদের বলবে ....তোমরা নিজেদের মুখ তো দেখো । তোমরা কি লক্ষ্মী বা নারায়ণ হওয়ার যোগ্য হয়েছো ? এমনভাবে যারা নিজেদের সম্মান নষ্ট করে তারা কি পদ পাবে । তারা পেয়াদার লাইনে আসবে । তোমরাও তো সেনা । আচ্ছা ।

মিষ্টি – মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা – পিতা বাপদাদার স্মরণ – ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :–

১) অবিনাশী জ্ঞান রত্নের মহাদানী হতে হবে । তন – মন এবং ধনের দ্বারা ভারতকে স্বর্গ বানানোর সেবা করতে হবে ।

২) কোনো বিনাশকারী কার্য করবে না । নিরন্তর স্মরণের অভ্যাসে থাকতে হবে ।

বরদান :- মনের প্রকৃত সম্বন্ধের দ্বারা যথার্থ সাধনা করে নিরন্তর যোগী হও

সাধনার অর্থ শক্তিশালী স্মরণ । বাবার সাথে মনের প্রকৃত সম্বন্ধ । যোগে যেমন শরীরকে একাগ্র করে বসো তেমনই হৃদয়, মন এবং বুদ্ধি যেন বাবার সাথেই যুক্ত হয় -- এই হলো যথার্থ সাধনা । এমন সাধনা না হলে আরাধনাই চলতে থাকবে । কখনো স্মরণ করবে কখনো আবার প্রার্থনা করবে । বাস্তবে স্মরণে প্রার্থনার কোনো আবশ্যকতা নেই, যে মনে নিরন্তর বাবাকে স্মরণ করে সে যোগী হয়ে যায় ।

স্লোগান :- "বাবাই হলেন সর্বময়কর্তা" - এই স্মৃতিতে থেকে নিশ্চিন্ত বাদশাহ হয়ে উড়তি কলার অনুভব করতে থাকো ।